মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা। **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ৪ টি**

প্রতিবেদনাধীন বছর: ২০১৮-১৯ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ ২৫ জুলাই ২০১৯**

(১) প্রশাসনিক

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৯৩	৬৫	২৮	--	
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২২১২৩	১৪৪৭৫	৭৬৪৮	--	--
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৪৬০	৩২৪	১৩৬	১২	বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত ৩১ (একত্রিশ) টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে বর্তমানে ১২ (বারো) জন কর্মরত আছে।
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৫২	১০৬	৪৬	৩০	দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুর এর প্রতিবেদনাধীন বছরে অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধি হয়নি।
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৬৫	৪৩	২২	--	--
মোট	২২,৮৯৩	১৫,০১৩	৭৮৮০	৪২	

- অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অফিসের নাম	অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	--	--	১৫	০৮	০৪	০১	২৮
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	--	--	৫৩৪	১২০৭	৪৮৯৩	১০১৪	৭৬৪৮
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--	২৬	১৭	৭৩	২০	১৩৬
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	নেই	প্রযোজ্য নয়	০৩	নেই	২৬	১৭	৪৬
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	০	০	০	০১	১৭	০৩	২২
মোট			৫৭৮	১২৩৩	৫০১৩	১০৫৫	৭৮৮০

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ নাই

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ নাই

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

অফিসের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২	৩
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	--	--
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	--	--
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--
মোট		

*কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

অফিসের নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩	০	৩	০	১৫	১৫	নতুন নিয়োগ প্রদান (১) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক ২(দুই) জন (২) ক্যাশিয়ার ০১ (এক) জন (৩) অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ০৫ (পাঁচ) জন (৪) অফিস সহায়ক ৭(সাত) জন
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩৩৯	১৩	৩৫২	৪৩	৯০	১৩৩	
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--	--	১৯	--	১৯	
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	২	৩	৫	--	৫	৫	(১) ২ জন কর্মচারীকে সহকারী রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি প্রদান (২) অফিস সহকার কাম-কম্পিউটর অপারেটর পদে ৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান। (৩) গাড়ী চালক পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। (৪) আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ৪ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	-	--	--	--	
মোট	৩৪৪	১৬	৩৬০	৬২	১১০	১৭২	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/ পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	--	--	১৬	--
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	--	--	০৫	--

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/ পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	--	--	৪৬	--
	--	--	--	--

- কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমন বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যাঃ প্রযোজ্য নয়।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২০	৪.৩৯	২০	১৭	--	০৩	--
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১২৬৩৬	২৬১৫৮১.৪৯	১০৫৫৭	১৯৩১	১৭৫৬১৬.৮৬	১০৭০৫	৮৯৪২৯.১২
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৮৮	২১৩৫.৩৪	২৭	১৮	--	৭০	২১৩৫.৩৪
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	--
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	--
মোট							

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকাঃ নাই

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

অফিসের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৮-১৯) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর সংস্থাসমূহের পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৮৩	--	১৬	০২	১৮	৬৫
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	২	২	--	--	২	২
মোট	৮৫	০২	১৬	০২	২০	৬৭

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অফিসের নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	--	--	--	--	--
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	০২	২৩৪	--	২৬৮	৩২
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	--	--	--	--	--
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	৮	--	৮	--
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--
মোট	০২	২৪২		২৭৬	৩২

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অফিসের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহে থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৪	৮৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১৮	৫৩৬
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৬২	২,৩২০
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৩	১৬
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	০২	০২
মোট	৯৯	২৯৬০

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ ৬০ ঘন্টা।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ নাই

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)- এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? হ্যাঁ

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যাঃ ২৯৮

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অফিসের নাম	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২	৬০
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১৮	৫৩৬
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	২	৩
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১০	১২
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৩	২৪০
মোট	৩৫	৮৫১

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

অফিসের নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
					কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদবিভাগ	৩৭	হ্যাঁ	না	না	২১	১৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩৯৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১২০	২৩৮৫
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	১৭৭	হ্যাঁ	নাই	নাই	১১০	১০০
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৪৯	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২৫	৩০
কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৭	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	--	--

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

		২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	২৮০০৬৩	২২৩৮৯২.৪২	২০০৪৭৭.৪২	১৭৮৬৯৪.১৭	২২.৭৬%	৮.৩৫%
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	--	৩৮৮৯.৯১		--	--	--
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ থেকে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সংকট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকাঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত নতুন আইন

(১)The Income Tax Ordinance, 1984 এর ইংরেজিতে প্রণীত খসড়া আইনটি বাংলায় রূপান্তরের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

(২) পাকিস্তান আমলে প্রণীত "Custom Act 1969" সংশোধন, পরিমার্জন ও যুগোপযোগী করে "কাস্টম আইন ২০১৮" হিসাবে জাতীয় সংসদে উত্থাপনের প্রক্রিয়াধীন;

(৩) এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ আমলে প্রণীত The Stamp Act-1899 বাংলা ভাষায় রূপান্তর, পরিবর্তন ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জন্য প্রণীত আইন ও বিধি সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহ

- কর হার বৃদ্ধি না করে কর নেট সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতার জন্য করহারের বিদ্যমান ধাপসমূহে অপরিবর্তিত ও এলাকা ভিত্তিক ন্যূনতম করের বিদ্যমান হার অপিরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

সমতা ও নায্যতাঃ

- প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য রয়েছে এমন পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা বর্তমানে ২৫,০০০ টাকা যা বৃদ্ধি করে প্রত্যেক সন্তান বা পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে;
- পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৪০ শতাংশ হ্রাস করে ৩৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে;
- নন-পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৪২.৫ শতাংশ করহার হ্রাস করে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে;
- অন্যান্য কোম্পানি করদাতার বিদ্যমান করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- ব্যক্তি-করদাতার সারচার্জ:
  - যে সকল করদাতার নিজ নামে দুই বা তার অধিক সংখ্যক মোটরগাড়ির মালিকানা রয়েছে অথবা কোন সিটি করপোরেশন এলাকায় নিজ নামে মোট ৮,০০০ বর্গফুট বা তার অধিক আয়তনের গৃহসম্পত্তির মালিকানা রয়েছে সে সকল ব্যক্তি-করদাতাকে সারচার্জ এর আওতায় আনা হয়েছে;
  - ন্যূনতম সারচার্জের বিদ্যমান একক ধাপ পরিবর্তন করে দুইটি ধাপ করা হয়েছে; নীট পরিসম্পদের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে ন্যূনতম সারচার্জ ৩,০০০ টাকা এবং ১০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ন্যূনতম সারচার্জ ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে;
- সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক বিবেচনা করে প্রস্তুতকারী করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর বিদ্যমান ২.৫% হারে সারচার্জ আরোপের বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায় সহায়তা ও ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরনঃ

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে নীটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদন ও রপ্তানিতে নিয়োজিত করদাতার উক্ত পণ্য রপ্তানি হতে উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হার ১২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- করারোপিত ডিভিডেন্ড (taxed dividend) আয় শেয়ারহোল্ডিং নিবাসী কোম্পানির নিকট বণ্টিত হলে তার উপর কর অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে;
- পারকুইজট হিসাবে অনুমোদনযোগ্য খরচের সীমা বর্তমান ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে;
- অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী কন্টেইনার (মাল্টি পারপাস) এর আয়কে অনুমিত আয়করের আওতায় আনা হয়েছে।

সামাজিক দায়িত্বঃ

- Day Care Home এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা হতে উদ্ভূত আয়কে কর অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে;
- কোন চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সেবা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচল/সেবা গ্রহণের জন্য বিশেষ সেবা সুবিধা না রাখলে প্রযোজ্য করের ৫ শতাংশ অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়েছে। তবে ২০১৯-২০ কর বছর হতে তা কার্যকর করা হবে।

পরিবেশ সুরক্ষাঃ

- পরিবেশ দূষণরোধ ও পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে বিগত বছরের মতো এবারও করনীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। এ বিবেচনায় তৈরি পোশাক খাতের যে সকল কোম্পানি-করদাতার কারখানার আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত green building certification থাকবে সেসকল কোম্পানির করহার ১০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে;

করনেটের আওতা সম্প্রসারণঃ

- রাইড শেয়ারিং ব্যবস্থার আওতায় রাইডিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে মোটর যান মালিকগণ যে অর্থ প্রাপ্ত হন তার উপর উৎস করা আরোপ করা হয়েছে;
- রাইড শেয়ারিং সেবায় মোটরযান প্রদানকারীদের রিটার্ন দাখিল এবং ১২ ডিজিট টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- ডিস্ট্রিবিউটর ফাইন্যান্সিং এর আওতায় ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলারের নিকট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার উপর ১ শতাংশ হারে উৎস করা আরোপ করা হয়েছে;
- অনিবাসী করদাতার নিকট হতে উৎসে কর্তিত করকে করদাতার ন্যূনতম করদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে;
- ভার্চুয়াল লেনদেনকাল বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে অর্জিত আয়কে করের আওতায় আনার লক্ষ্যে কর আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে;

পরিপালনঃ

- উৎস করের রিটার্ন দাখিল না করলে, বেতনভোগী কর্মীদের বেতনভাতার বিবরণী দাখিল না করলে বা বেতনভোগী কর্মীদের রিটার্ন বিষয়ক তথ্য দাখিল না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন অডিটের আওতায় আনা হয়েছে;
- কর আইনের বিভিন্ন বিধান পরিপালনের ব্যর্থতায় জরিমানার আওতা সম্প্রসারণ ও জরিমানার পরিমাণ যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;

কর ব্যবস্থাপনার সংস্কারঃ

- কর ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ই-মেইলে নোটিশ জারির ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন দপ্তর ও এজেন্সির নিকট করদাতার যে আর্থিক তথ্য থাকে তা কর বিভাগের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেয়ার করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে;
- আয়কর আপীল দায়ের সংক্রান্ত বিধান যুগোপযোগী করা হয়েছে;
- দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য প্রযোজ্য আইনের বিধান কার্যকরের সুবিধার্থে অনিবাসী করদাতাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কর অব্যহতি বা হ্রাসকৃত উৎস করা আরোপের সনদ ইস্যু সংক্রান্ত বিধান।

৯.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপুর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপুর্ণ অর্জন:

- পদোন্নতি: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিসিএস (শুল্ক ও আগারী) ক্যাডার পদে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১১১ জন কর্মকর্তা, বিসিএস (কর) ক্যাডারের ১৯৫ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- চাকুরী স্থায়ীকরণ: বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের সহকারী কমিশানর পদে ০৩ জন কর্মকর্তা, বিসিএস (কর)ক্যাডারের ১২১ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ: সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে ০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে অফিস ব্যবস্থাপনা, ২৫ জন ই-নথি ব্যবস্থাপনা এবং ৩০ জনকে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ অফিসসমূহের বিভিন্ন পদে ২৯৮ জন কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণ/সেমিনারে প্রেরণ করা হয়েছে।
- "বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৪" অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের রাজস্ব খাতভুক্ত তৃতীয় শ্রেণির (গ্রেড ১৩, ১৪ ও ১৬) পদে ৮ জন চতুর্থ শ্রেণির (গ্রেড-২০) পদে ৭ জন সর্বমোট ১৫ জনকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ৩ জনকে দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নাতি প্রদান করা হয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের

(ক) কৃষিখাত:

কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি শুল্ক হার অব্যাহত রাখা হয়েছে। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রেখে নতুন উপকরণ ও যন্ত্রপাতিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) শিল্প খাত:

আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমাগত বাড়ছে। কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ সৃষ্টিতে এ কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান উন্নয়ন কৌশল হচ্ছে-শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, রপ্তানিমুখি শিল্পের বহুমুখি প্রসারণপূর্বক আরো অধিক প্রতিযোগী সক্ষম করা।

- **গুড়ো দুধ (Milk powder):** মূসক নিবন্ধিত গুড়ো দুধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫% রেয়াতি হারে গুড়ো দুধ আমদানির সুযোগ রয়েছে। দেশীয় ডেইরী ও দুগ্ধ খামারীদের প্রতিরক্ষণে গুড়ো দুধ (Milk powder) এর বিদ্যমান রেয়াতি আমদানি শুল্ক হার ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১০% করা হয়েছে।
- **চিনি শিল্প:** চিনি আমদানিতে র-সুগারের ক্ষেত্রে মে.টন ২,০০০/- টাকা এবং রিফাইন্ড সুগারের ক্ষেত্রে ৪,৫০০/- হারে স্পেসিফিক ডিউটিসহ ২০% রেগুলেটরী ডিউটি পূর্ববর্তী বছরে বিদ্যমান ছিল। স্থানীয় চিনি শিল্পের প্রতিরক্ষণে আমদানিকৃত র-সুগার এর স্পেসিফিক ডিউটি ২,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- টাকা এবং রিফাইন্ড সুগারের স্পেসিফিক ডিউটি ৪,৫০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উভয় প্রকার সুগারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ২০% হতে বৃদ্ধি করে ৩০% করা হয়েছে।

(৩) ঔষধ শিল্প:

ঔষধ শিল্পের ব্যবহৃত কাঁচামাল শুল্ক রেয়াত সুবিধায় আমদানির সুযোগ রয়েছে। ক্যান্সারের ঔষধ তৈরীর বেশ কিছু উপকরণসহ ঔষধ শিল্পের ব্যবহৃত আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাচাঁমালের ক্ষেত্রে এ রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। জীবন রক্ষাকারী মেডিকেল গ্যাস প্রস্তুতকারী শিল্পের কাঁচামালের Liquid Oxygen, Nitrogen, Arogon ও Carbon Dioxide এর উপর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ২০% হতে হ্রাস করে ১৫% কর হয়েছে।

(৪) স্টার্চ শিল্প:

স্টার্চ প্রস্তুতকারী দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে Maize (Corn) Starch ও Manioc (Cassava) Starch পণ্যের বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১৫% বহাল রেখে রেগুলেটরী ডিউটি ১০% হতে বৃদ্ধি করে ২০% করা হয়েছে।

কোরিয়ান কাস্টমস প্রতিনিধি দলের সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিবের দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা।

(৫) রপ্তানি খাত:

দেশীয় ব্রান অয়েল মিলগুলির প্রধান কাচাঁমাল ধানের কুড়া বা রাইস ব্রান। পণ্যটির রপ্তানি নিরুৎসাহিত করে দেশীয় ব্রান অয়েল মিলগুলিতে এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে এর উপর ১০% রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫% করা হয়েছে। এছাড়াও Unmanufactured tobacco, Tobacco refuse এর উপর ১০% রপ্তানি শুল্ক আরোপিত ছিল যা প্রত্যাহার করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পণ্যটির উপর আরোপিত রপ্তানি শুল্ক ২৫% হতে হ্রাস করে ১৫% করা হয়েছে।

(৬) লিফট ও কম্প্রেসর শিল্প:

স্থানীয়ভাবে লিফট এবং কম্প্রেসর উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কাচাঁমাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার শিল্পকে প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে এ খাতে ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণ আমদানিতে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।

(৭) জিপসাম বোর্ড ও পার্টিকেল বোর্ড শিল্প:

দেশীয় জিপসাম বোর্ড এবং পার্টিকেল বোর্ড শিল্পের প্রতিরক্ষণে জিপসাম বোর্ড ও শীট আমদানির ক্ষেত্রে ১০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং পার্টিকেল বোর্ড আমদানিতে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ২০% করা হয়েছে।

(৮) ইলেকট্রিক্যাল পণ্য:

দেশীয় ইলেকট্রিক্যাল পণ্য উৎপাদন উৎসাহিত করতে Electric oven, cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters ইত্যাদি গৃহস্থালি পণ্য আমদানিতে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

(৯) পাদুকা শিল্প:

বর্তমানে দেশে আন্তর্জাতিক মানের পাদুকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশীয়ভাবে পাদুকা উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে পাদুকা প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় ৫(পাঁচ)টি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(১০) মোটর শিল্প

: দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে ৭৫০ ওয়াট এর কম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলেকট্রিক ফ্যান ও পানির পাম্পে ব্যবহৃত মোটরের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(১১) ডুপ্লেক্স বোর্ড/ কার্ড বোর্ড/ সুইডিস বোর্ড/ ফোল্ডিং বক্স বোর্ড ইত্যাদি পণ্যের আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ২৫% হতে হ্রাস করে ১৫% করা হয়েছে।

(গ) পরিবহন খাত :

স্থানীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হতে শর্তসাপেক্ষে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশে ইতোমধ্যেই ৫-৬ টি মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এ খাতে প্রদত্ত প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মোটর সাইকেল ও এর পার্টস উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণের শুল্ক সুবিধা যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে । এছাড়া, দেশীয় টায়ার টিউব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষণে ১৬" রীম সাইজ এলসিভি টায়ার, মোটরসাইকেল টায়ার এবং সিএনজি বেবী ট্যাক্সি, হালকা যানবাহনে ব্যবহৃত রাবার টিউব এর উপর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ৩% হতে বৃদ্ধি করে ৫% করা হয়েছে।

(ঘ) আইসিটি খাত:

আইসিটি খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজনে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে ৫-৬ টি সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ খাতে বিদ্যমান সুবিধা অব্যাহত রেখে সেলুলার ফোন উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কতিপয় যন্ত্রাংশের আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া, আমদানি পর্যায়ে Smart phone এর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫% করা হয়েছে।

(ঙ) অন্যান্য:

- (১) বজ্রপাতের আঘাত তথা প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে প্রতিরক্ষার জন্য Lighting arrester এর উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% করা হয়েছে। তছাড়া মূসক নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মূসক নিবন্ধিত সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকেও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- (২) বিদ্যমান কাস্টমস এ্যাক্ট, 1969 ইংরেজি ভাষায় প্রণীত। কাস্টমস প্রশাসনের সমসাময়িক বিষয়সমূহ প্রতি বছর অর্থ আইনের মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুশাসনের আলোকে বাংলা ভাষায় প্রস্তাবিত কাস্টমস আইন, 2019 মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাণিজ্য সহজীকরণ এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাস্টমস আইনে আমদানি এবং রপ্তানিতব্য পণ্য চালান স্ক্যান করে দ্রুততার সাথে খালাসের বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও, পণ্য দ্রুত ছাড়ের জন্য উন্নত দেশের ন্যায় পণ্যচালান বন্দরে আসার পূর্বেই শুল্ক সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া Pre Arriaval Processing (PAP), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে Special Functional Unit গঠন এবং যাত্রী নিরাপত্তায় বিমান বন্দরে Advance Passenger Information (API) প্রচলন করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, কার্যকর কাস্টমস নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কাস্টমস পদ্ধতির আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আদলে স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালুর নিমিত্তে Customs Act, 1969 এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। একইসাথে কার্যকর স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Customs Risk Management Unit (CRMU) গঠনের বিধান প্রনয়ণ করা হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

- ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সঞ্চয়পত্রের বিভিন্ন স্কীমে নীট বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ছিল মাত্র ২,৫১৮/- (দুই হাজার পাঁচশত আঠার) কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) কোটি টাকা। সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে আহরিত অর্থ দেশের ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নসহ জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীন নতুন ৪(চার) টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো যথাক্রমে ঢাকা জেলার উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার বহদ্দারহাট এবং কুমিল্লায় চালুকরণের প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ৪ (চার) টি জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো চালু করা হয়েছে।
- সারাদেশ ব্যাপী জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কীমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সারাদেশ ব্যাপী সঞ্চয় সপ্তাহ/১৯ পালিত হয়েছে।

- জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরকে ''জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর''- এ উন্নীতকরণ করা হয়েছে। এর ফলে নতুন জনবলের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং জনগণের দোর গোড়ায় জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা পৌছানো সম্ভব হয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ৮৪ (চুরাশি)টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। এতে করে কাজের গতি বেড়েছে।
- ৪ টি নতুন বিভাগীয় কার্যালয় যথাক্রমে বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের জনসাধারণ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা খুব সহজে গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।
- ২০৪ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন শ্রেণির পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। কাজের গতি বেড়েছে এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- ১৮৫ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন শ্রেণির পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রথম শ্রেণির পদে ৪৩ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের মাঝে কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দ্বিতীয় শ্রেণির পদে ২৩ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের মাঝে কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রথম শ্রেণির পদে ২৮ জনকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। এতে কর্মকর্তাদের মাঝে কর্মস্পৃহা বেড়েছে।
- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ২৩ জনকে টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে। কর্মচারীদের মাঝে কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে এবং ওয়েব সাইটে সিটিজেন চার্টার, সঞ্চয় প্রকল্পের মুনাফা হার, সঞ্চয়স্কীমের ক্রয় ফরম, প্রাইজবন্ডের ফলাফল, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলীর হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শন করা হচেছ।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ৮১ টি পদ ''সঞ্চয় অফিসার'' এর পদকে দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কর্মরত কর্মকর্তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণ হয়েছে; ফলে সংশ্লিষ্টদের কাজের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এবং কাজের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের পদক্ষেপ হিসাবে ১৮৩ টি কম্পিউটার, ০১ টি প্রজেক্টর মেশিন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে সহায়ক হচ্ছে।
- মহিলাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য সর্বাধিক মুনাফার হারে পরিবার সঞ্চয়পত্রের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। পরিবার সঞ্চয়পত্র পুনঃপ্রবর্তনে মহিলারা আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের জন্য টিওএন্ডই-তে বিদ্যমান ৪টি সিনেমা ভ্যানের পরিবর্তে ৪টি মাইক্রোবাস প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং ০১ টি জিপ গাড়ী টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তপূর্বক ক্রয় করা হয়েছে। আওতাধীন অফিসসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হয়েছে।
- কম্পিউটার বান্ধব সঞ্চয়পত্র লেনদেন ও গ্রাহক সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরোগুলোতে ই-সেভিংস সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এতে করে স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক গ্রাহক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে প্রতি বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮টি শাখার অধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বছরে ৮টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে -০৩টি দপ্তরের মধ্যে সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সমন্বয় সাধন হচ্ছে। এতে আন্তঃসংযোগের সাথে সাথে কর্মকর্তাদের কর্মকালীন

উদ্ভুত সমস্যাদির সমাধানও দেয়া হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল বিষয়াদির দ্রুত সমাধান ঘটছে এবং কাজের মান ও গ্রাহকদের সেবা প্রদান সহজতর হচ্ছে।

- দ্রুততম গ্রাহকসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে ২৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক (পুরুষ ও মহিলা) এবং যে কোন বয়সের শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা)-কে পরিবার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুবিধা দেয়া হয়েছে। এতে করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি জনগোষ্ঠীর লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- স্বল্প আয়ের মহিলাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে মহিলারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি স্বল্প আয়ের মহিলাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে।
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহকে সি সি টিভি ক্যামেরার আওতায় এনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। সঞ্চয়পত্রের অধিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের সঞ্চয়পত্র রাখার ভোল্টে আরও দু'টি সি সি টিভি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে।

ট্যাকসেস আপীলাত

(ক) আয়কর সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল সর্বোচ্চ আপীল ফোরাম। কর আপীল অঞ্চল কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত কর আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ পক্ষগণ (করদাতা ও কর বিভাগ) এ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করে থাকেন। যে মাসে কর মামলা দায়ের করা হয়ে, সে মাসের শেষ তারিখ হতে ৬'মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা এবং করা আদেশের তারিখ হতে রায়ের কপি ১'মাসের মধ্যে পক্ষগণের নিকট জারী করা আইনের মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে।

করমামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বিবরণ	মামলার সংখ্যা
২০১৭-২০১৮	বছর শেষে অবশিষ্ট কর মামলা	১৮০২
২০১৮-২০১৯	দায়েরকৃত কর মামলা	৮৫৭২
	নিষ্পত্তিকৃত কর মামলা	৮৩৬৫
	এডিআর কর্তৃক অমিমাংসিত পুনঃজীবিত মামলা	৫৪
	এডিআর এ অনুমোদনকৃত মামলা	১২৮
	অবশিষ্ট কর মামলা	১৯৩৫

(খ) ই-গর্ভন্যান্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনালে নৈতিকতা কমিটি ফোকাল পয়েন্ট এবং তথ্য-প্রদান ইউনিট হালনাগাদ করণসহ ইন্টারনেট সুবিধা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশসহ দেয়ালে টাংগানো, ওয়েবসাইট হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে। ওয়েবসাইটে ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, তথ্য প্রদান ইউনিট এর নাম, কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা, ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে জনগণ ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরাসরি জানতে পারছে। প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে নৈতিকতা কমিটির সভা ও ফোকাল পয়েন্টের সভা, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা, গণ

শুনানী সংক্রান্ত সভা, পোস্টার এবং কর মামলা শুনানী ও নিষ্পত্তির বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্যদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মতামত বক্স দৃষ্ট্যমান স্থানে স্থাপনপূর্বক নির্দিষ্ট মতামত সম্বলিত ফরম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করা হয়েছে এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে ।

(গ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট যাথানিয়মে ব্যয় করা হচ্ছে। ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তাছাড়া যাবতীয় প্রতিবেদন, তথ্য এবং নন-ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে এবং ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে দাখিল করা হচ্ছে।
(ঘ) আইবাস ++ বাজেট ও ইজিপিতে টেন্ডার কার্যক্রম বাস্তাবয়ন করা হয়েছে।
(ঙ) বায়োমেট্রিক পদ্ধতে হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রতিটি দৈত বেঞ্চে হেলপ ডেক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেইজবুক পেইজ খোলা হয়েছে।
(চ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল জাতীয় তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

<u>কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল</u>

কমিশনার বা সমপর্যায়ের কোন কর্মকর্তার আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে পারেন। এক্ষেত্রে তর্কিত আদেশ জারির ০৩(তিন) মাসের মধ্যে উপযুক্ত কোর্ট ফি, ট্রেজারী জমা/ব্যাংক গ্যারান্টি সংযুক্ত করে আপীলাত ট্রাইব্যুনালের নির্ধারিত ফরমে যাবতীয় কাগজপত্রসহ চারসেট আবেদন জমা দিতে হয়।
তর্কিত আদেশে শুল্ক কর ও জরিমানার অর্থের পরিমান ১(এক) লক্ষ টাকা বা তার কম হলে ট্রাইব্যুনালের ফি বাবদ ৩০০/- টাকা এবং ১(এক) লক্ষ টাকার অধিক হলে ১২০০/-টাকা ট্রাইবুন্যাল ফি আপীলাত ট্রাইব্যুনালের সংশ্লিষ্ট ট্রেজারী কোডে জমা প্রদান এবং ভ্যাট আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে তর্কিত আদেশে জড়িত অর্থের ১০% টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নগদ জমা প্রদান করতে হবে। এছাড়া, কাস্টম মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে তর্কিত আদেশে জড়িত অর্থের ২৫% টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে এবং ২৫% ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হয়।

আপীল দায়েরের পর ১(এক) সপ্তাহের মধ্যে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। আপীল মামলার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে শুনানীর কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর মূলনথি ও আপীল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বেঞ্চ ভিত্তিক (০৪টি বেঞ্চে) শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীঅন্তে আপীলের রায় প্রদান করা হয়। ভ্যাট সংক্রান্ত আপীল নিষ্পত্তির সময়-সীমা আপীল দায়েরের তারিখ থেকে ২(দুই) বছর এবং কাস্টমস সংক্রান্ত আপীল এর ক্ষেত্রে ০৪(চার) বছর।

আপীলাত ট্রাইব্যুনালে কোন আপীল বিচারাধীন থাকলে তা ADR (Alternative Dispute Resolution) এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হলে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট এর মাধ্যমে সহায়তাকারী বরাবর আবেদন করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট সহায়তাকারী নিয়োগ প্রদান করেন। কোন আপীল নিষ্পত্তি না হলে বা কোন সিদ্ধান্তে না পৌছালে আপীলাত
মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বিবরণ	মামলার সংখ্যা
২০১৮-২০১৯	গৃহীত মামলা	৭২১
	শুনানি গ্রহণ	২৫৯৭
	নিষ্পত্তিকৃত মামলা	৮৯৩
	আদেশ জারীকরণ	৮৯৩

৯.৪ **২০১৮-১৯** অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি): নাই**

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

১০.১ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আরদ্ধ উদ্দেশ্যবলির মূল কার্যক্রম ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ সন্তোষজনকভাবে অর্জিত হয়েছে।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ: প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

ভ্যাট সংক্রান্ত:

ক) সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে পদক্ষেগ্রহণ;
খ) গত দশ বছরে রাজস্ব ৩ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের হার বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। রাজস্ব খাতে আধুনিকায়ন ও আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে VAT Online Project নামে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় Online VAT Registration, Online VAT Return দাখিলসহ সমগ্র ভ্যাট ব্যবস্থাপনাটি একটি কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে COTS সফটওয়্যার Configuration, Installation, Operation এবং Maintenance এর মাধ্যমে সামগ্রিক ভ্যাট ব্যবস্থাকে প্রযুক্তি নির্ভর করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। গত এপ্রিল'২০১৯ মাসে পরীক্ষামূলকভাবে LTU করদাতাদের জন্য অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন জমা দেয়ার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার জুলাই'২০১৯ হতে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

কর সংক্রান্ত:

- ০১ জুলাই, ২০১৩ থেকে সম্মানিত করদাতাগণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন/রি-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আয়কর অফিসে না এসেই ঘরে অথবা বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকেই করদাতা হিসেবে নিবন্ধিত হচ্ছেন এবং তৎক্ষণিকভাবে টিআইএন সনদের প্রিন্ট নিতে পারছেন।
- করদাতাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৮টি বিভাগীয় শহরসহ কুমিল্লা ও বগুড়াতে "কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র" চালু করেছে। করদাতাদের সুবিধার্থে আরো ২ টি "কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র" যথাক্রমে কর অঞ্চল-৯, ঢাকা'র উত্তরা অফিসে এবং যশোরে চালুর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- সারা দেশ হতে সঠিকভাবে আয়কর আদায়ের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আমলে কর বিভাগের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহে আয়কর অফিস চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলাতে আয়কর অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
- সম্মানিত করদাতাগণের অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং সঠিকভাবে কর পরিগণনার জন্য বাস্তবায়নাধীন SGMP (Strengthening Governance Management Programme) প্রকল্পটি বিগত ০১/১১/২০১৬ তারিখে করদাতাদের ব্যবহারের জন্য উদ্বোধন করা হয়। www.etaxnbr.gov.bd ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন এবং অনলাইনে তাৎক্ষনিকভাবেই আয়কর সনদ পাবেন। এছাড়াও অনলাইনে আয়কর প্রদান করার জন্য পৃথক একটি e-Payment পোর্টাল চালু রয়েছে।

- অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের গুরুত্ব বর্ণনা করে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত প্রচারণা চালানো।
- বৃহৎ অংকের বকেয়া করদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং বকেয়া কর আদায়ের ব্যবস্থাকরণ;
- বৃহৎ অংকের রাজস্ব সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টে বিচারাধীন রীট/রেফারেন্স মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ।
- রাজস্ব সংশ্লিষ্ট অডিট মামলা নির্বাচন, দ্রুত নিষ্পত্তি, দাবী সৃষ্টি ও তা হতে চলতি অর্থবছরের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রতিটি কর অঞ্চলের TDS Monitoring Team গঠনের মাধ্যমে কর আদায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা।
- জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা, টিআরএন ইস্যু এবং করদাতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন করদাতা হতে কর বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শুল্ক সংক্রান্ত:

- পাকিস্তান আমলে প্রণীত "Custom Act 1969" সংশোধন, পরিমার্জন ও যুগোপযোগী করে "কাস্টম আইন ২০১৯" হিসাবে জাতীয় সংসদে উত্থাপনের প্রক্রিয়াধীন;
- National Single Window (NSW) এর পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ করা।
- ASYCUDA World সফটওয়্যার এর ব্যবহারের মাধ্যমে মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে শুল্ক করাদি ফাঁকি বন্ধ করা।
- Alternative Dispute Resolution (ADR) এর মাধ্যমে অনিষ্পন্ন মামলা নিষ্পন্ন করা।
- রাজস্ব ফাঁকি রোধে সকল কাস্টম হাউস ও স্টেশনে স্ক্যানারের ব্যবহার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

২৯/৭/২০২০

(মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি)
সিনিয়র সচিব